সেখান থেকে যদি তার ভাগের ডিমটা বিক্রি করে যে পয়সা পাবে সে পয়সা প্রতিমাসে সমবায়ে জমা রাখবে। তবে প্রথম যে বই করতে ৫.০০ টা টাকার দরকার সে টাকা পাবে কোথায়? মনে মনে ঠিক করল মুরগীর অনেকগুলো ডিম জমা আছে। সেখান থেকে যদি ৪ টা ডিম নিয়ে বিক্রি করে তবে পিন্টুর বাবা টেরই পাবে না। যেই ভাবা সেই কাজ। ডিম বিক্রি করে টাকা যোগার হলো। এখন বইটা কেমন করে, কাকে দিয়ে কেনাবে?

সে বুদ্ধিও পেয়ে গেল পিন্টুর মা। মিনুর মাকে দিয়েই বইটা বানানো সম্ভব। আর সত্যি সত্যিই মিনুর মায়ের হাতে টাকা দিয়ে বই বানিয়ে নিল। এবং প্রতি মাসে মাসে তাকে দিয়েই টাকা জমা দিতে শুরু করল। তাই বলে বেশী টাকা না মাত্র .৫০ পয়সা করে। ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য মায়ের মন সব সময় চিন্তিত থাকে। তাই সে তার ভাগের ডিমটা না খেয়ে, সেটা বিক্রি করে সমবায়ে জমা রাখল ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য। কত বড় ত্যাগ স্বীকার মায়ের। জায়গা জমির নিশ্চয়তা আছে? ফসল না হলে যে সবই বিফল।

আর সত্যই সত্যই সে বারের বন্যায় পিন্টুর বাবার সমস্ত ফসল নষ্ট করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বহুদূরে। কোন চিহ্নই রইলনা ফসলের। সর্বনাশী বন্যায় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেল বড়বড় ঘর। থাকবার স্থান রইলনা। তাই পিন্টুর বাবা এখন পাগলের মত হয়ে গেল। চিন্তায় ঘুম আসে না। পেটে খাওয়া যায় না। এতগুলো খানেওয়ালাকে খাওয়াবে কোথা থেকে। জায়গা তো আছে ফসল তো নাই। থাকবার ঘর নাই। পয়সাও শেষ। ব্যাংকে আর টাকাও নাই সবতো বসে বসে খেয়ে শেষ হলো। এখন উপায় হবে কি। লোকে বলেনা যে বসে বসে খেলে রাজার ভান্ডারও শেষ হয়ে যায়। ঠিক সেরকম দশা হলো আজ পিন্টুর বাবার চিন্তায় বেঁহুশ হয়ে পড়ল সে। [ঠিক এই সময়]

পিন্টুর মা ঃ কি গো কি হয়েছে তোমার? সব সময় এমন মন মরা হয়ে থাকবে? কি চিন্তা করো তুমি বলোতো দেখি?

পিন্টুর বাবা ঃ চিন্তায় ভাল লাগে না। সর্বনাইশা বন্যায় তো সবই কেড়ে নিয়ে গেলো। ব্যাংকে যা টাকা ছিল, সে টাকাও বসে বসে খেয়ে ফুরায়ে গেল। এখন উপায় হবে কি? কোথায় টাকা পাব? ঘর মেরামত করতে হবে। বীজ কিন্‌তে হবে। পুঁজি তো সব শেষ। এখন আবার নূতন করে পুঁজি না হলে ক্ষেত খোলা ভরব কি দিয়ে। কোন পন্থাই তো খুঁজে পাই না।

পিন্টুর মা ঃ ভাবতে হবেনা তোমার ব্যবস্থা আমিই সব করে দিব।

পিন্টুর বাবা ঃ অবাক হয়ে পিন্টুর মাকে বলল কোথা থেকে তুমি ব্যবস্থা করবে?

পিন্টুর মা ঃ কেন? আমি তোমাকে না জানিয়ে উদয়নপুর সমবায়ে একটা বই করেছিলাম। সেখানে আমার ২০০.০০ টাকা জমা হয়েছে। সেখানে নিয়ম আছে, যার বইয়ে দুইশত টাকা জমা আছে, তবে সেই বই দিয়া ২০০০.০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয় এবং মাসে অল্প পরিমান কিস্তি দিয়ে সে টাকা শোধ করতে হয়। আমি সমবায় থেকে ২০০০.০০ টাকা ঋণ এনেছি। আঁচল থেকে টাকা বের করে দিলো পিন্টুর বাবাকে। এই নাও টাকা বলে, নগদ দুই হাজার টাকা পিন্টুর বাবার হাতে তুলে দিল। আর বলল দেখছ বন্যায় তোমার সব ফসল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সব কিছু নষ্ট করে জলের স্রোতে ভাসিয়ে বহুদূরে নিয়ে গেল। কিন্তু আমাদের উদয়নপুরের সমবায় ভেসে যায়নি, ভেঙ্গেও যায়নি। সে তার দায়িত্ব পালন করে স্থির ভাবেই দাড়িয়ে রয়েছে। আর সে সব সময়ই গরীব কাঙ্গাল মানুষের সেবায় সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এবং অসহায়কে সব সময় দুহাত প্রসারিত করে ডাকছে ও বলছে ভাই তোমরা সমবায়ের ডাকে সাড়া দাও, শান্তি পাবে। চলার পথ খুঁজে পাবে, সমবায় তোমাদের কাছে অনেক চায় না। তোমার খাওয়া পরা থেকে সামান্য কিছু দিলেই খুশি হয়। লোকে বলেনা যে বিন্দু বিন্দু জলে সাগরের জন্ম হয়। ঠিক তেমনি ক্ষুদ্র থেকে সমবায় বড় হতে থাকে। এই কারনেই হল সমবায় গরীবের বন্ধু।

পিন্টুর বাবা ঃ আচ্ছা পিন্টুর মা তোমাতে তো আমি কোন দিন একটা পয়সাও হাতে দেই নাই। তবে তুমি কোথা হতে সমবায়ে এত টাকা জমা করেছ?